FEB. 25 2001

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট

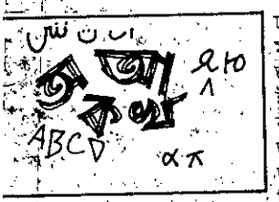

ঢাকায় আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট তথা মাতৃভাষা ও গবেষণা কেন্দ্রের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের জন্য জাতিসংঘ মহাসচিব কোফি আনান এবং ইউনেস্কো মহাপরিচালককে আমন্ত্রণ জানানো হবে বলে সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। এ ব্যাপারে গত পরশু জনকণ্ঠে প্রকাশিত একটি প্রতিবেদন থেকে আরও জানা যায়, এই ইনস্টিটিউটের প্রধান হিসাবে নিয়োগ করা হবে বিশ্বের বিশিষ্ট কোন ভাষাবিজ্ঞানীকে। এ ব্যাপারে দেয়া হবে আন্তর্জাতিক বিজ্ঞাপন। এই ইনস্টিটিউটের ভবন নির্মাণের জন্য শিল্পকলা একাডেমী এলাকায় বিরোধপূর্ণ একটি সরকারী জমি অধিগ্রহণ করা হয়েছে বলে জানা গেছে। এই জমিতে ভবন নির্মাণের কাজ চলার পাশাপাশি আপাতত সেগুনবাগিচা এলাকায় একটি ভাড়া বাড়িতে এই ইনস্টিটিউটের কাজকর্ম শুরু করা হবে। রিপোর্টটি থেকে জানা গেছে, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে উচ্চপর্যায়ের এক বৈঠকে গত সোমবার এই ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠার বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা হয়েছে। বাংলাদেশের আমন্ত্রণে উল্লিখিত দুই বিশ্ব নাগরিক সাড়া দিয়ে এই ইনস্টিটিউটের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনে এ দেশে আসবেন বলে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আশা প্রকাশ করেছেন। জানা গেছে, আন্তর্জাতিকভাবে এই ইনস্টিটিউটের গুরুত্ব বাড়ানো এবং ইউনেস্কোসহ বিভিন্ন সংস্থা ও রাষ্ট্রের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন কোন ভাষাবিজ্ঞানীকে এর প্রধান পদে নিয়োগ করা হবে। এখানে স্মরণ করা যেতে পারে যে, একুশে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ঘোষণার পর গত বছর প্রধানমন্ত্রী শেখ হা... বাংলাদেশে একটি মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট স্থাপনের ঘোষণা দিয়েছিলেন। বাংলাসহ বিশ্বের বিভিন্ন ভাষা সম্পর্কে এখানে গবেষণা করা হবে। বিশ্বের বিভিন্ন ভাষার নমুনা এখানে থাকবে। এটি হবে একটি আন্তর্জাতিক তথা বিশ্বভাষা জাদুঘর। এখানে বাংলাদেশসহ বিশ্বের ভাষাবিজ্ঞানীরা গবেষণার সুযোগ পাবেন। বিশ্বে রয়েছে বিভিন্ন জাতির ছ'হাজারের বেশি মাতৃভাষা। এই ভাষাগুলোর বর্ণমালা-পাণ্ডুলিপি ইত্যাদি এখানে সংরক্ষণের চেষ্টা করা হবে। বিশ্ব থেকে প্রতিবছর শ'খানেক ভাষা হারিয়ে যাচ্ছে। এই ইনস্টিটিউট এই ভাষাগুলোর অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার চেষ্টা করবে এবং হারিয়ে যাওয়া ভাষাগুলোর ব্যাপারে গবেষণা চালাবে।

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠার উদ্যোগটি যে খুবই ভাল তাতে কোন সন্দেহ নেই। একুশের চেতনায় উজ্জীবিত এ দেশের মানুষ এ ধরনের কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার ধারণাকে স্বাগত জানিয়েছে। বাংলাদেশে এই কেন্দ্র স্থাপিত হচ্ছে এবং বিভিন্ন জাতির মাতৃভাষা সম্পর্কে গবেষণা এই কেন্দ্রে হবে– এজন্য এ দেশের মানুষ খুশি! এ দেশের মানুষ খুশি এ কারণেও যে, আমাদের দেশে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠিত হলে দুনিয়ার জাতিগুলোর মাতৃভাষার উন্নয়নে এই প্রতিষ্ঠানটি উল্লেখযোগ্য অবদান রাখতে পারবে। এ দেশের মানুষ যেমন নিজের ভাষাকে ভালবাসে, তেমনি অন্য জাতির ভাষা সম্পর্কে রয়েছে এ দেশের মানুষের শ্রদ্ধাবোধ। সেই শ্রদ্ধা এবং দায়িত্ববোধ থেকেই এ ধরনের ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

আমরা মনে করি, উদ্যোগটি খুবই ভাল, একই সঙ্গে এও মনে করি, এর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের অনুষ্ঠানে জাতিসংঘ মহাসচিব এবং ইউনেস্কো মহাপরিচালক উপস্থিত থাকলে এই ইনস্টিটিউটের আন্তর্জাতিক পরিচিতি এবং মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে, যে লক্ষ্যে এ প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে সে লক্ষ্যকেও এতে অনেকখানি এগিয়ে নেয়া সম্ভব হবে। এই কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার কাজ পরিকল্পনামাফিক এগিয়ে যাবে, এটাই প্রত্যাশা।

এ প্রসঙ্গে আরও একটি বিষয় উল্লেখ করা যায়। বিষয়টি সর্বস্তরে আমাদের মাতৃভাষা প্রচলন সংক্রান্ত। একুশ এলেই আমাদের মাতৃভাষা নিয়ে অনেক কথা হয়, আলোচনা হয়। অনেক আবেগপূর্ণ কথা এ সময় বলা হয়। সর্বস্তরে বাংলা প্রচলনের গুরুত্বও তুলে ধরা হয়। কিন্তু স্বাধীনতা অর্জনের পর ৩০ বছর হতে চলল আমরা কি জীবনের সর্বস্তরে আমাদের মাতৃভাষার প্রচলন নিশ্চিত করতে পেরেছি? এ প্রশ্নের উত্তর হচ্ছে– না। পারিনি। সকল পর্যায়ে বাংলা প্রবর্তনের অনেক কাজ এখনও বাকি। সরকারী অফিসে প্রতিদিনের কাজকর্ম বাংলায় সম্পাদিত হলেও সকল আইনকানুন এখনও রয়ে গেছে ইংরেজীতে। উচ্চশিক্ষায় বাংলা চালুর পথে এখনও রয়েছে অন্তরায়। আর সে অন্তরায় হচ্ছে পাঠ্যপুস্তক। এই পর্যায়ের অনেক পাঠ্যপুস্তক ইংরেজী ভাষায় লেখা। এগুলো অনুবাদ করা প্রয়োজন। প্রয়োজন বাংলায় পাঠ্য বইপুস্তক। দেশের ইংরেজী মাধ্যম স্কুলগুলোতেও বাংলাভাষা এখনও অনেকখানিই উপেক্ষিত।

একুশে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ঘোষণার প্রেক্ষিত এখন আমাদের নিজেদের জীবনের সর্ব পর্যায়ে বাংলা প্রচলনের বিষয়ে সবিশেষ গুরুত্ব দেয়ার সময় এসেছে। আমাদের মাতৃভাষাকে জীবনের সর্ব প্রয়োজনের কাজে লাগাতে হবে, উপযোগে কাজ করতে হবে, শুদ্ধভাবে এর প্রচার ও প্রসারের উদ্যোগ নিতে হবে। এ